"জুলাই এক বিদ্রোহ" একটি সময়চেতনা ও প্রতিবাদের সংকলন, যেখানে কবিতা ও ছড়ার ভাষায় ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক প্রতিরোধের রূপরেখা । সাহসী তরুণ ও অভিজ্ঞ কবিদের এই লেখাগুলি ন্যায়, অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে নির্মিত এক সাহিত্যিক মানচিত্র।

এই গ্রন্থ কেবল শব্দের সংহতি নয় এটি সময়ের দলিল, তরুণ কণ্ঠের ভাষ্য এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর এক সাহসী উচ্চারণ। নতুন প্রজন্মের কবিদের জন্য এটি একটি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং শিক্ষার্থীদের পাঠযোগ্য কবিতা চর্চার এক আশাব্যঞ্জক যাত্রা।

NASIM
Cover Design

জুলাই এক বিদ্রোহ

পালংকি সাহিত্য পরিষদ
সম্পাদিত

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ

পালংকি সাহিত্য পরিষদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

জুলাই এক বিদ্রোহ

পালংকি সাহিত্য পরিষদ
সম্পাদিত

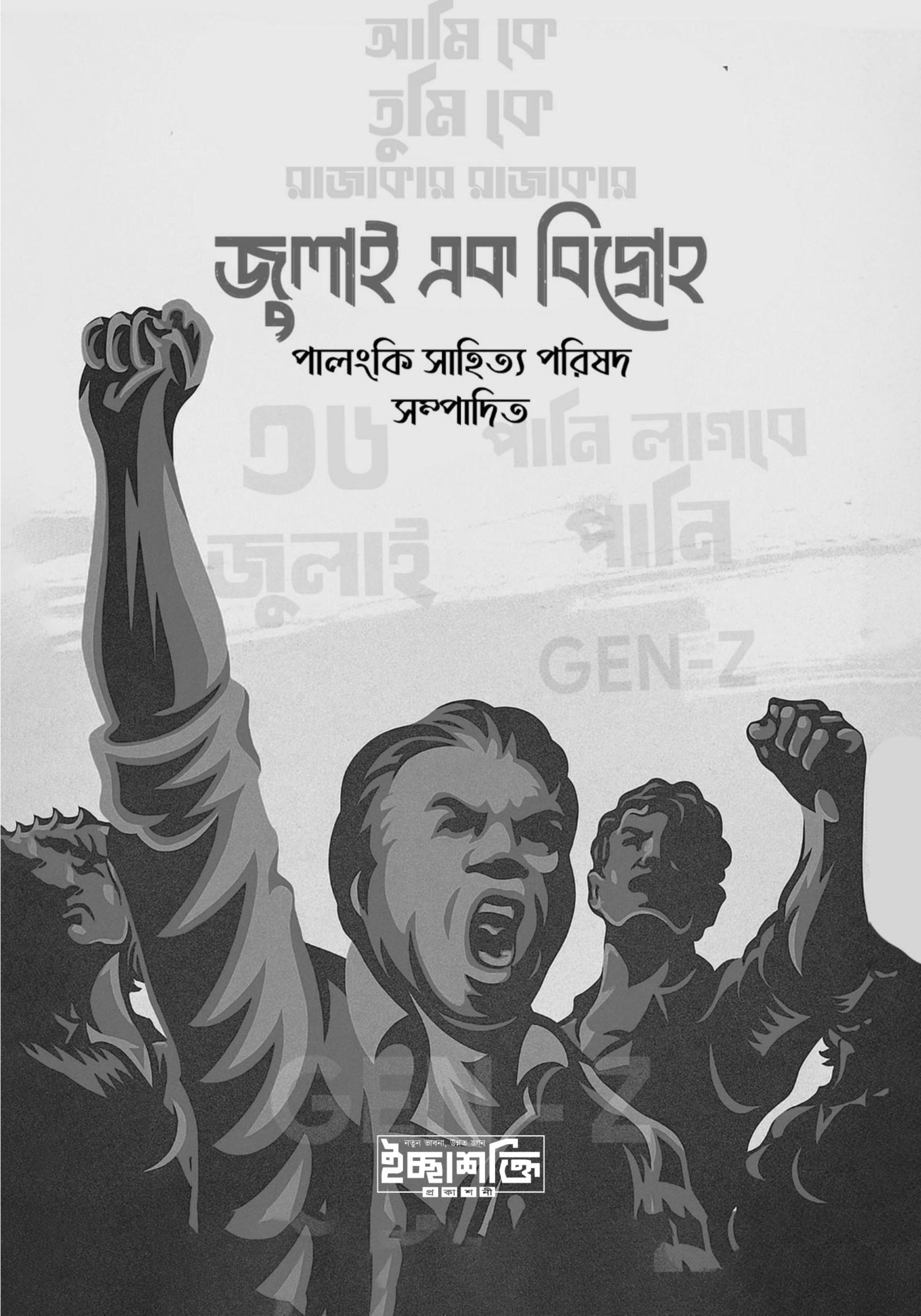

ভূ মি কা

৩৬শে জুলাই ২০২৪- এক ঐতিহাসিক দিন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এ দিনটি হয়ে থাকবে গভীর শোক, প্রতিবাদ ও প্রত্যাশার প্রতীক হিসেবে। জুলাই মাস ঘিরে শহরের রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তরুণ ছাত্র-জনতার রোষে। ফ্যাসিবাদ, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে জমছিল, তা অগ্নুৎপাতের মতো ফেটে পড়েছিল এই মাসে। শহীদ হয়েছিলেন আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম এবং আরও অনেক নাম-না-জানা যোদ্ধা, যারা গুলি, লাঠিচার্জ বা ধরপাকড়ের ভয়কে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলেন মানুষের অধিকার, বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে। এই সংকলন তাঁদেরই উদ্দেশে রচিত এক সাহিত্যিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সাহসী জনতার প্রতি ভালোবাসা, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মুক্ত-ন্যায়বান সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এই সংকলন প্রকাশিত হলো।

এটি পাঠকের মধ্যে—

- ইতিহাসচেতনা ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলবে।
- তরুণদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি করবে।
- জনসাধারণের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে ভাবনা, সাহসী মানসিকতা এবং ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার প্রেরণা জোগাবে।
- এছাড়াও, তরুণ লেখকদের প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাষায় কবিতাচর্চার একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেও আমরা মনে করি।

দেশের স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের নিয়ে জুলাই এক বিদ্রোহ ছড়া-কবিতা সংকলনটি দীপ্তি ছড়াবে এই আশা করছি।
সম্পাদক তালিকায় ছিলেন- বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক আক্তার বিন আমির আহমদ, সাদ্দাম হোসেন, এম মহি উদ্দিন, আরজাত হোসেন, ইদ্রিস মাহমুদ, মোসাদ্দেক আল কাউসার, ওসমান গণি।
জুলাই এক বিদ্রোহ সংকলনে প্রবীণদের পাশাপাশি রয়েছে নবীনদের সৃষ্টি ছড়া-কবিতা। আমরা খুব সতর্কতার সাথে নবীনদের লেখাগুলো সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি। তবু যদি আমাদের অগোচরে কোনো ত্রুটি থেকে যায় তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
পালংকি সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত জুলাই এক বিদ্রোহ সংকলনটি পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছে যাবে এই প্রত্যাশায়।

প্র কা শ কে র ক থা

ইতিহাস কখনো নীরব থাকে না। সময়ের গহ্বরে জমে থাকা প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের স্পন্দন এক সময় হয়ে ওঠে জ্বলন্ত আগুন- শব্দে, ছন্দে, কবিতায়। "জুলাই এক বিদ্রোহ" তেমনই এক অনন্য সংকলন, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে এক শত লেখকের হৃদয়ের দ্রোহ, রক্তে লেখা প্রতিবাদের ভাষা, আর সমাজ-সংসারের চোখে চোখ রেখে উচ্চারিত সাহসী উচ্চারণ। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে জুলাই ও আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া গণঅভ্যুত্থান, আন্দোলন, দমন-পীড়নের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা শত কণ্ঠের কবিতা। এই কবিতাগুলো শুধু সাহিত্য নয়, এ যেন ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল- যেখানে শব্দ হয়ে উঠেছে অস্ত্র, ছন্দ হয়ে উঠেছে শ্লোগান, আর কবিতা রচিত হয়েছে ন্যায়ের দাবিতে।

১০০ জন বিপ্লবী লেখক, যাঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষায় তুলে এনেছেন শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতিবাদের ছবি; তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই সংকলন একটি শক্তিশালী কাব্যিক দলিল হয়ে উঠেছে। এককালে যেসব বঞ্চনা চাপা পড়ে গিয়েছিল শাসকের বুলডোজারে, আজ তা উচ্চারিত হয়েছে কবিতার প্রতিটি লাইনে, ছন্দের প্রতিটি দোলনে।

আমরা গর্বিত যে, "জুলাই এক বিদ্রোহ"-এর মতো সময়োপযোগী ও সাহসী একটি সংকলন প্রকাশ করতে পেরেছি। এটি শুধু একটি কবিতার বই নয়, বরং একটি আন্দোলনের প্রতীক, একটি প্রজন্মের চেতনার দর্পণ। এই সংকলন আগামী দিনেও পাঠকের চেতনায় জাগিয়ে তুলবে প্রশ্ন, সৃষ্টি করবে আলোড়ন, এবং জন্ম দেবে নতুন নতুন কবিতা, নতুন নতুন বিদ্রোহ।

সবশেষে, এই মহতী উদ্যোগে অংশ নেওয়া পালংকি সাহিত্য পরিষদের সকল লেখক ও সদস্যদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। তাঁদের কলম ও চিন্তাধারা যেন ভবিষ্যতেও সত্য, ন্যায় ও প্রতিবাদের পথে অটল থাকে।

—প্রকাশক
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

জুলাই এক বিদ্রোহ

সূচিপত্র

অশ্রু কথন	১২
আকিল মাহমুদ	১৩
আজিজুল্লাহ ফয়জ আরিব	১৪
আতিক হেলাল	১৫
আবু-আল মোহাম্মদ ইয়াছিন আরফাত	১৬
আব্দুর রহমান	১৭
আব্দুস সাত্তার সুমন	১৮
আবদুল লতিফ	১৯
আবরার বিনত্ শামস্	২০
আরিফা আক্তার	২১
আরেব্বা চৌধুরী	২২
আসাদুজ্জামান খান মুকুল	২৩
ইদ্রিস মাহমুদ	২৪
ইলহাম সাদি	২৫
এম এইচ মুকুল	২৬
এম এম আলম	২৭
এম মহি উদ্দিন	২৮
এম. রবিউল আলম	২৯
এস এম রেজাউল করিম	৩০
ওসমান গণি	৩১
কাইছার মাহমুদ সাকিব	৩২
কাজী মোহাম্মদ শাহরিয়া	৩৩
কুলসুম বিবি	৩৪
কিশোর-হারুন	৩৫
খান কাওসার কবির	৩৬
খলিলুর রহমান খলিল	৩৭
খালিদ বিন ওয়ালিদ	৩৮
গাজী জিয়াউর রহমান	৩৯
গোলাম মোস্তফা	৪০
জুবাইর আল হাদী	৪১
জুবায়ের বারী	৪২
জহিরুল হক বিদ্যুৎ	৪৩
জিৎ মন্ডল	৪৪
তাকরিমুর রশিদ রাহাদ	৪৫
তাজ উদ্দিন সিকদার	৪৬
তামিম উল্লাহ বিন আলী	৪৭
তারিকুল হান্নান তারেক	৪৮
তৌহিদুল ইসলাম	৪৯
নার্গিস আক্তার	৫০
নাহিদ সরদার	৫১
নূর-ই-ইলাহী	৫২
নুর তাহেদ রিহান	৫৩
নুরুল ইসলাম নূরচান	৫৪
নয়ন হোসেন	৫৫
পারভেজ শিশির	৫৬
বি এম মিজানুর রহমান	৫৭
বদরুল হক	৫৮
মোকলেছুর রহমান মন্ডল	৫৯

মিজান মাহমুদ	৬০	৮৬	যাইদ আল মারুফ
মুজিবুল হাসান আরিফ	৬১	৮৭	রিতা ফারিয়া রিচি
মোজাম্মিল হোসেন	৬২	৮৮	লিনা আকতার
মুজাহিদুল ইসলাম	৬৩	৮৯	শাকেরা বেগম শিমু
মনজুর মোরশেদ	৬৪	৯০	শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
মান্নান নূর	৬৫	৯১	শামীম শাহাবুদ্দীন
মমিনুল ইসলাম	৬৬	৯২	শারমিন নাহার ঝর্ণা
মারওয়ান আল-মাক্কী	৬৭	৯৩	শাহজাহান রবি
মোসাদ্দেক আল কাউসার	৬৮	৯৪	শাহীন খান
মাহমুদ মেঘ	৬৯	৯৫	শিহাব ইকবাল
মুহাম্মদ আদিব হাসান	৭০	৯৬	শাহরিয়ার মাহমুদ ছামির
মুহাম্মদ নূর ইসলাম	৭১	৯৭	সাইদুল ইসলাম সাইদ
মোহাম্মদ ওয়াসিম	৭২	৯৮	সাইফুল ইসলাম
মোহাম্মদ ফয়সাল	৭৩	৯৯	সাঈদ আল সাহাব
মোহাম্মদ মিজান মাঝি	৭৪	১০০	সাজ্জাদ সাদিক
মোহাম্মদ শাহেদ	৭৫	১০১	সজীব কুমার
মোহাম্মদ শামীম মিয়া	৭৬	১০২	সাদমান হাফিজ শুভ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রঞ্জু	৭৭	১০৩	সাদ্দাম হোসেন
মোঃ আব্দুল হাকিম	৭৮	১০৪	সাব্বির আহমেদ সেন্টু
মোঃ ইকবাল হোসেন সরকার	৭৯	১০৫	সামিন ইয়াছার মাহি
মোঃ এখলাছুর রহমান	৮০	১০৬	সীমান্ত হেলাল
মোঃ দিদারুল ইসলাম	৮১	১০৭	সালাহ্ উদ্দীন আহমদ
মোঃ মুজিবুর রহমান	৮২	১০৮	সালেহ রিয়াজী
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	৮৩	১০৯	সোহানুজ্জামান মেহরান
মোঃ শরীফ উদ্দিন	৮৪	১১০	হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর
মহসিন আলম মুহিন	৮৫	১১১	হোসাইন সোহাগ

লেখক পরিচিতি

নাম: আব্দুর রহমান। জন্ম: ১৫/০৭/২০০১। গ্রাম: কালার পাড়া। ডাকঘর: রাবেতা-৪৭০০। উপজেলা: রামু। জেলা: কক্সবাজার। পেশা: (ছাত্র) ডিগ্রি ২য় বর্ষ রামু সরকারি কলেজ। রামু, কক্সবাজার।

রক্ত ঝরা জুলাই
আব্দুর রহমান

রক্ত ঝরা জুলাই মোদের
কী করে হায় ভুলি?
তরতাজা প্রাণ কেঁড়ে নিলো
স্বৈরাচারীর গুলি।

অলিগলি রাস্তা ঘাটে
পড়েছিলো লাশ,
দমে যায়নি ছাত্র সমাজ
গড়লো ইতিহাস।

গুলির মুখে বুক পেতেছে
মুক্তিকামী ভাই,
বুঝিয়ে দিলো স্বৈরাচারীর
এ দেশে নাই ঠাঁই।

হাজার প্রাণের বিনিময়ে
স্বাধীন হলো দেশ,
জুলাই জাতির শোকের এ-মাস
হবে না তার শেষ।

লেখক পরিচিতি

আরিফা আক্তার সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা গ্রামে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আব্দুল মান্নান এবং মাতা- রাবিয়া বেগম। সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন এবং বর্তমানে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত আছেন।

বিদ্রোহীর সাজ

আরিফা আক্তার

ফুলগুলো সব এক হয়েছে
বিদ্রোহীর সাজ সাজে
তারাই বিজয় আনবে রে আজ
বীর বাঙালির মাঝে।
বিজয় ছাড়া ফিরবে না আর
করছে তারা পণ,
স্বৈরাচারীর পতন করেই
ফিরবে তাদের মন।
দলে দলে ছাত্রসমাজ
রাজপথে যে নামে,
স্বাধীন হয়েই ফিরবে বাড়ি
বিজয় লেখা খামে।
ভয় করে না মরণটাকে
যাক না, জীবন চলে,
দেশ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
মরণ নামের জলে।
দেশ বাঁচিলে আমরা বাঁচি
সবার মনে রবে,
ছাত্রসমাজ বীর বাঙালি
সবাই ওদের কবে।

লেখক পরিচিতি

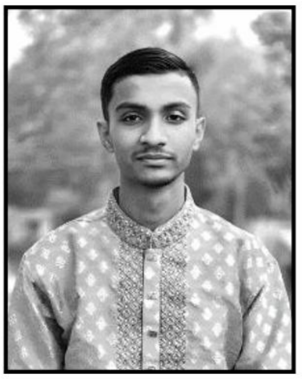

আমি এস এম রেজাউল করিম, পিতা- মরহুম জামাল উদ্দিন, মাতা- রওশন জামান। আমার স্থায়ী ঠিকানা পেকুয়া উপজেলা, বারবাকিয়া ইউনিয়নের নয়াকাটা গ্রাম (৫নং ওয়ার্ড), কক্সবাজার জেলা। বর্তমানে আমি চট্রগ্রামের সরকারি সিটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়নরত।

লাল সবুজে হায়েনার থাবা

এস এম রেজাউল করিম

লাল সবুজে পতাকা আজ
কেন শুধুই লাল?
অধিকার কি ফিরে পাওয়া
দেশের জন্য কাল?

স্বাধীন দেশে জন্ম আমার
স্বাধীন দেশেই বাস
তবু কেন হায়নার হাতে
আমার ভাইয়ের লাশ!

মৌলিক ও স্বাধীন অধিকার
পাচ্ছে না তো কেউ
শিক্ষার্থীদের বক্ষে কেন
বহে রক্তের ঢেউ!

আমার ভাইদের মারছে যারা
হিংস্র হায়েনার বেশে
তাদের মতো নরপিশাচদের
ঠাঁই হবে না দেশে।

লেখক পরিচিতি

বি এম মিজানুর রহমান নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার কোটাকোল গ্রামে ১৯৮৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একক বই প্রিয় উপহার এবং এলিয়েন ভার্সেস মানুষ মহারণ উল্লেখ্য। তার লেখা বিভিন্ন যৌথকাব্য গ্রন্থেও প্রকাশ হয়েছে।

রক্তাক্ত জুলাই

বি এম মিজানুর রহমান

রক্তাক্ত সেই জুলাই গাঁথা
পরছে আজি মনে,
দাবি আদায় করতে সবাই
ছিলাম সবার সনে।
মনে পড়ে সাঈদ ভাইকে
লাগে বুকে গুলি,
বলতে পারো তোমরা তাকে
কেমন করে ভুলি?
বুলি ছিলো কোটা চাই না
মেধায় চাকরি হবে,
বাঁধায় এলো বৈষম্য ফের
একত্রিত সবে।
ভবের বুকে স্বৈরাচারী
দমন পীড়ন করে,
আমার অনেক মেধাবী ভাই
বিনা দোষে মরে।
করে লড়াই অবশেষে
বৈষম্য দূর হলো,
রক্তাক্ত সেই জুলাই বলে
মিলেমিশে চলো।

লেখক পরিচিতি

মোকলেছুর রহমান মন্ডল। পিতা- সাদেক আলী মন্ডল, মাতা- জামিলা বেগম। গ্রামঃ শান্তিপর, বাগমারা, রাজশাহী। জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১। শিক্ষা- বীরকুৎসা অবিনাশ স্কুল এন্ড কলেজ, ও মোল্লা আজাদ স্মারক মহাবিদ্যালয়।

অভিশপ্ত জুলাই ছত্রিশ

মোকলেছুর রহমান মন্ডল

জীবন বাজি রেখে যারা
আনল স্বাধীনতা,
সেই অবদান মানতে কেন
আসছে কৃপণতা?

ছোট ছোট সন্তান গুলো
থাকতো যদি ঘুমে,
কেউ থাকতো আয়না ঘরে
শিকার হতো গুমে?

স্বার্থের দল চিনছেনা আর
জুলাইয়ের অবদান,
থাকলে তারা বুঝতে তোমরা
রক্তের কেমন ঘ্রাণ।

এখনো কেউ বলছে কথা
স্বৈরাচারের সুরে,
দেশ বিরোধী চক্র এখনো
বুক ফুলিয়ে ঘুরে।

লেখক পরিচিতি

মোহাম্মদ ওয়াসিম - শব্দে আঁকে সময়ের ছবি। তাঁর ছড়া-কবিতায় উঠে আসে সমাজ, শিশু, দেশপ্রেম আর প্রতিবাদের স্পষ্ট সুর। সহজ ভাষায় গভীর বার্তা ছড়ানোয় তাঁর বিশেষত্ব। পাঠকের হৃদয়ে নাড়া দেওয়াই তাঁর কলমের মূল লক্ষ্য।

রক্ত
মোহাম্মদ ওয়াসিম

রক্ত দেখি রাস্তার উপর
রক্ত দেখি মাঠে,
রক্ত দেখি রিকশাতে আর
রক্ত দেখি ঘাটে।
রক্ত দেখি জুলাই জুড়ে
রক্ত দেখি পাঠে,
রক্ত দেখি বোনের গায়ে
রক্ত দেখি হাটে।
রক্ত ছিল শিশুর বুকে
রক্ত ছিল হাতে,
রক্ত ছিল ভাইয়ের কাঁধে
রক্ত পতাকাতে।
রক্ত ছিল মায়ের চোখে
রক্ত কলিজাতে,
রক্ত ছিল দেয়াল জুড়ে
রক্ত পত্রিকাতে।
রক্ত ছিল শিশির কণায়
রক্ত ছিল ঘাসে,
রক্ত ছিল ছাদের উপর
রক্ত পুরো দেশে।

লেখক পরিচিতি

শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার সাব্বির আহমেদ সেন্টু'র পৈত্রিক নিবাস বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। জাতীয় দৈনিক বিজয় পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর প্রকাশিত বই কাব্যগ্রন্থ শতাব্দীর শ্লোগান ১৪০০, ছড়াগ্রন্থ স্নেহের নক্ষত্র ছড়ার বুলেট, ছড়ার সেঞ্চুরী, উপন্যাসগ্রন্থ স্বপ্নভরা দুটি চোখ, নাট্যগ্রন্থ শর্টস্ক্রিপ্ট। তিনি একজন আর্ন্তজার্তিক দাবা খেলোয়ার, কয়েক শতাধিক নাটকের রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা। ২০১৮ সালে বন্দর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি' র সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ছাত্রদের ঋণ
সাব্বির আহমেদ সেন্টু

কত কথা বলার ছিল
পারিনি তো বলতে,
নানারকম বাধা ছিল
পথে-ঘাটে চলতে।

ইচ্ছে সত্ত্বেও অনেক কিছু
নিষেধ ছিল লিখতে,
জানার পরও সেসব থেকে
হয়েছিল শিখতে।

কালো আইনে আটকা ছিল
গণমাধ্যম সেক্টর,
জীবন শংকার সঙ্গে ছিল
টিকে থাকাই ফ্যাক্টর।

সব পেরিয়ে হলো যে আজ
গণমাধ্যম স্বাধীন,
শোধ হবে না কোনদিনই
ছাত্রদের এই ঋণ।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়-

পালংকি সাহিত্য পরিষদ

Website: www.ichchashakti.com